জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর এর শুভেচ্ছা বার্তা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উত্তর জনপদের জেলা দিনাজপুর এ অবস্থিত একটি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের অবহেলিত এই জনপদের মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতেই ১৯৯৯ সালের আজকের এই দিনে তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২৩ বছর সম্পন্ন করে আজ ২৪তম বছরে পদার্পন করছে যা আমাদের জন্য অনেক গৌরব ও আনন্দের বিষয়। আজকের এই শুভক্ষণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শুভানুধ্যায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ১৪তম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ২য় এবং এটি উত্তরবঙ্গের সেরা বিদ্যাপীঠ যা আমাদেরকে গর্বিত করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৯ টি অনুষদের অধীনে ২৩টি বিষয়ে ডিগ্রি প্রদান করা হয়, এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ৮ টি অনুষদ হতে ২২টি বিষয়ে এবং মাস্টার্স ডিগ্রিসহ কিছু বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিও প্রদান করা হচ্ছে। দিন দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে এটি অন্যতম ।

বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন দেখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার। আর তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলতে হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য যোগ্য করে। আর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় রোবোটিক্স, ম্যাশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অভ থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, মাইক্রোপ্রোসেসর ডেভেলপমেন্টসহ তথ্য প্রযুক্তির প্রায়োগিকতাই মূখ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে, আর এ বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা গ্রহণ করছি বিভিন্ন পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে যেমন স্থাপিত হচ্ছে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ ও গবেষণাগার, ঠিক তেমনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চালু রয়েছে ডিনস্ এওয়ার্ড। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়টি হতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার পাশাপাশি উচ্চ মানসম্পন্ন গবেষণা কাযক্রমও পরিচালনায় আরো গতিসঞ্চার করতে চাই যাতে করে জাতীয় পযায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। আমরা শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাযক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আরো বেশী করে সম্পৃক্ত করতে চাই যাতে করে তারা তাদের মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগে শিক্ষা কাযক্রম সমাপনান্তে সনদপত্র গ্রহণের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আদর্শ ধারন ও লালন করে মানবিক মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে। আমরা ২৪তম বছরটি সফলভাবে শেষ করার পাশাপাশি আগামী ২৫তম প্রতিষ্ঠাবর্ষে যথাযোগ্য মযাদায় ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে রজত জয়ন্তী উদযাপন করতে চাই।

আমরা ইতোমধ্যে অবলোকন করেছি পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ বাংলাদেশের ভাবমুর্তিকে সমুজ্জ্বল করেছে সারাবিশ্বে। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর বুকে সম্মানজনক রাষ্ট্র। উপরন্তু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ডামাডোলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় সারাবিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহ যখন হিমশিম খাচ্ছে সেই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দুরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেই মন্দা মোকাবেলায় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অর্থনীতির চাকা গতিশীল রেখেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ভাবনাকে ধারণ করে তাঁরই রক্ত এবং আদর্শের উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন এক অনন্য উচ্চতায়, বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে, বাংলাদেশকে আজ বিশ্ববাসী সম্মান করে। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে আজকের এ শুভলগ্নে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখার লক্ষ্যে তাঁর ঘোষিত সকল কর্মসূচি ও সদয় নির্দেশনা সুচারুরুপে প্রতিপালন করি, বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে যথাসাধ্য অবদান রাখি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রশাসনিক ভবন

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর